দীপ DEEP
দ্যা লাইট The Light

Vol.: 218 | ডায়োসিস অফ দুর্গাপুরের (সি.এন.আই.) মাসিক পত্রিকা | January 2026

বিষয় ঃ শিক্ষাপ্রসঙ্গ - আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীর জটিলতার মধ্য দিয়ে চলার সাথে সাথে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ।প্রযুক্তির উত্থান, পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে খ্রীষ্টিয় স্কুলগুলো আধুনিক শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে । খ্রীষ্টিয় স্কুল ও কলেজগুলো সমসাময়িক শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে বিশ্বাসকে একত্রিত করার জন্য তাদের পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজাচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের আজকের জটিল বিশ্বের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে । অনলাইন বিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো বিশ্বাসীরা কীভাবে সংযোগ স্থাপন করে এবং শেখে, তা পরিবর্তন করছে এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশের বাইরেও শিক্ষাকে প্রসারিত করছে ।খ্রীষ্টিয় শিক্ষা আধ্যাত্মিক বিকাশে অগ্রাধিকার দেয়, শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বাসকে একীভূত করতে উৎসাহিত করে । খ্রীষ্টিয় স্কুলগুলোকে অবশ্যই তাদের মূল মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যের সাথে উদ্ভাবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে ।প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করছে, শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার মতো বিষয়গুলো সমাধান করছে এবং নিরাপদ স্থানগুলোকে উৎসাহিত করছে । খ্রীষ্টিয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আজীবন শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে । খ্রীষ্টিয় স্কুল ও কলেজগুলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রগুলির উৎকর্ষকে একত্রিত করে আধুনিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শিক্ষার্থীদের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে ।নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর মনোযোগ দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করা । সেবা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করা ।খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা ।

শ্রীযুক্ত জন পারামাতা
প্রধান শিক্ষক,
সেন্ট পিটার্স স্কুল, দুর্গাপুর

খ্রীষ্টান স্কুল ও কলেজগুলো অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় । তাদের ঐতিহ্য ও নতুন ধারণার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, সামাজিক চাপ ও পরিবর্তনশীল নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সাড়া দিতে হয়, বিশ্বাস ও চরিত্রের ওপর মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষাগত মান বজায় রাখতে হয়, এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের আকৃষ্ট ও ধরে রাখতে হয়। ■

বড়দিনের মিলন মেলা ২০২৫

দুর্গাপুর ডায়োসিস ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে এক জমকালো ক্রিসমাস মেলার আয়োজন করে, যা ছিল বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যের এক প্রাণবন্ত উদযাপন ।উৎসবের সূচনা হয় বিশপ ও তাঁর পরিবারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে, যেখানে ডায়োসিসের পদাধিকারী, পুরোহিতবর্গ, কর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন পাস্টোরেটের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন । শোভাযাত্রাটি বাঁকুড়া শহরের রাস্তা দিয়ে প্রদক্ষিণ করে এবং বড়দিনের বার্তার লিফলেট বিতরণ ও যীশুর জন্মদৃশ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বড়দিনের বার্তা ছড়িয়ে দেয় ।বেলুন উড়িয়ে এবং বিশপের আশীর্বাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়, এরপর প্রশাসনিক সরকারি কর্মকর্তারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পাস্টোরেটের দলগুলোর পরিবেশিত সুমধুর গান, পাস্টার জয় মোজেস ও তাঁর দলের অনুপ্রেরণাদায়ক পরিবেশনা এবং শালোম ব্যান্ডের একটি মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল ।খাবারের স্টলগুলো সন্ধ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করে, যা মেলাটিকে ভক্তি ও উৎসবের এক আনন্দময় মিশ্রণে পরিণত করে। ক্রিসমাস মেলার শেষ দিনটি ছিল আনন্দ ও উদযাপনে ভরপুর, যেখানে বিভিন্ন পাস্টোরেটের দলগুলো সুমধুর গান পরিবেশন করে এবং পাস্টার জয় মোজেস হৃদয়স্পর্শী খ্রীস্টিয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আতশবাজি আকাশে আলো ছড়ায় এবং অংশগ্রহণকারীরা একটি বনফায়ারের চারপাশে নৃত্য করে, আর বিভিন্ন খাবারের স্টলগুলো উৎসবের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করে ।দুর্গাপুর ডায়োসিসের ২০২৫ সালের বড়দিনের মেলাটি একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হিসেবে শেষ হয়, যা বিশ্বাস, উৎসব এবং সৌহার্দ্যকে সুন্দরভাবে একত্রিত করে এমন একটি উদযাপনে পরিণত হয় যা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় সকলের হৃদয়কে একসূত্রে গেঁথেছিল । ■

বিশপের আধ্যান ও চিন্তন

বিষয় ঃ শিক্ষা

প্রসঙ্গ - আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা

শিক্ষা ঈশ্বরপ্রদত্ত এক পবিত্র দায়িত্ব, যা কেবল মনের বিকাশ নয়, বরং হৃদয় ও চরিত্র গঠনের জন্যও অপরিহার্য । পবিত্র বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, "সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ" (হিতোপদেশ ১ঃ৭)। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেও খ্রীষ্টিয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হতে হবে বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ।খ্রীষ্টিয় শিক্ষা কেবল ভালো ফলাফল অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি খ্রীষ্টের মতো জীবন গঠনের প্রক্রিয়া ।যীশু নিজে "জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন" (লূক ২ঃ৫২) ।এই সামগ্রিক বিকাশই আমাদের আদর্শ ।আধুনিক শিক্ষা জীবিকার বিকাশই আমাদের আদর্শ ।আধুনিক শিক্ষা জীবিকার দক্ষতা প্রদান করলেও, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা শেখায় বিবেক, সহানুভূতি, সততা ও সেবার মানসিকতা । তথ্যের আধিক্য ও নৈতিক বিভ্রান্তির এই সময়ে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা এক দৃঢ় নৈতিক দিকনির্দেশনা দেয় ।এটি শেখায়, জ্ঞান ঈশ্বরের দান, যা তাঁর মহিমা ও মানবসেবার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত । বিশ্বাস ও শিক্ষা পরস্পরের বিরোধী নয়; বরং খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে থাকলে তারা একে অপরকে পরিপূর্ণ করে । অতএব, মণ্ডলী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাদের খ্রীষ্টিয় পরিচয় অটুট রাখতে পারে । আমাদের বিদ্যালয়, মণ্ডলী ও পরিবার হোক এমন স্থান, যেখানে বিশ্বাস শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, যাতে শিক্ষিত মন ঈশ্বরের সঙ্গে বিনয়ীভাবে চলতে পারে ও বিশ্বকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করতে পারে। ■

বিশপ রাইট রেভা. সমীর আইস্যাক খীমলা
ডায়োসিস অফ্ দুর্গাপুর, সি.এন.আই

ডায়োসিস পরিবারের বড়দিন উপলক্ষে মিলনমেলা

১৩ ডিসেম্বর একটি বিশেষ ডায়োসেশন পরিবারের বড়দিনের মিলনমেলা প্রতি বছরের মতো এবারেও আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে ডায়োসেশন পুরোহিতবর্গ, ডায়োসিস অফিসের কর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং বিশপের পরিবার একত্রিত হয়েছিলেন । ডায়োসিসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্যরা একটি পরিবারের মতো একত্রিত হয়ে খ্রীষ্টের জন্ম উদযাপন করেন, যা একতা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিফলন ঘটায় ।অনুষ্ঠানটি প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয় এবং খেলাধুলা ও বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, যা ডায়োসিস পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে । বিশপ ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে উপহার বিতরণ করেন এবং একটি আন্তরিক বড়দিনের বার্তা দেন, যা সবাইকে বড়দিনের গভীর তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয় এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করে ।

এই অনুষ্ঠানে নতুন সাঁওতালি আরাধনা পুস্তকেরও উদ্বোধন করা হয় এবং এরপর একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়, যা একত্রিত থাকার বাসনাকে জাগিয়ে তোলে । ■

ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বড়দিন উদযাপন

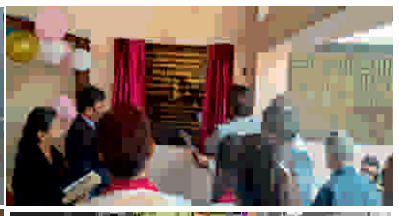

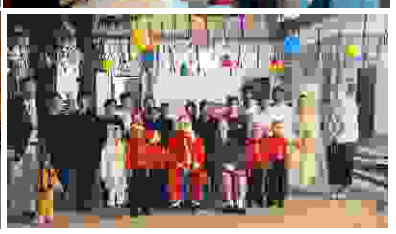

দুর্গাপুর ডায়োসিসের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বড়দিনের মরসুম বিপুল আনন্দ ও সৌহার্দ্যের সাথে পালিত হয়েছে । দুর্গাপুরের সেন্ট মাইকেলস স্কুল এবং বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ এই উৎসবের আনন্দে সামিল হয়েছিল, অন্যদিকে হোস্টেল মিনিস্ট্রি দুর্গাপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, মালদার বালদাহুরা চাইল্ড ডেফেলপমেন্ট সেন্টার ও সেফ হোম, বাঁকুড়া রেভা. সি.সি.পান্ডে হোস্টেল এবং পুরুলিয়ার সেন্ট মার্টিনস হোস্টেলে বড়দিনের মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।এই উদযাপনগুলো শিশু ও আবাসিকদের মধ্যে উষ্ণতা ও আনন্দ এনে দেয় এবং বড়দিনের অন্তর্নিহিত ভালোবাসা, ঐক্য ও আশার মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করে তোলে । মানব পাচার বিরোধী কর্মসূচিও বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং সারেঙ্গা, বাঁকুড়াতে বড়দিনের মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । সারেঙ্গার সেন্ট মাইকেলস স্কুল এবং রানিগঞ্জের সেন্ট মাইকেলস স্কুল তাদের বার্ষিক বড়দিনের কনসার্টগুলো প্রাণবন্ত পরিবেশনা, সঙ্গীত নৃত্যের মাধ্যমে উদযাপন করেছে, যা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রদর্শন করেছে । সেন্ট পিটার্স স্কুলও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত নবনির্মিত অডিটোরিয়াম 'হেইখল'-এ তাদের বার্ষিক বড়দিনের অনুষ্ঠান উদযাপন করে একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে ।অনুষ্ঠানটি উৎসাহ, উৎসবের আমেজ এবং আন্তরিক পরিবেশনায় পরিপূর্ণ ছিল, যা এটিকে একটি স্মরণীয় উপলক্ষ করে তুলেছে । স্কুল, কলেজ, হোস্টেল এবং পাস্টোরেটের বিভিন্ন কর্মসূচির এই উদযাপনগুলো সম্মিলিতভাবে বড়দিনের প্রকৃত সারমর্ম-আনন্দ, ঐক্য এবং কৃতজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করেছে। ■

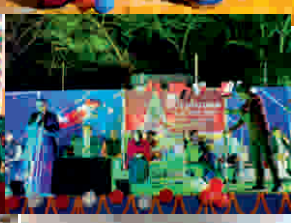

ডায়োসিসের মহিলা কাউন্সিল ২০২৬

২০২৬ সালের ১০-১১ জানুয়ারি দুর্গাপুর ডায়োসিস ক্যাম্পাসে "ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হও" (আমোষ ৪ঃ১২) এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ডায়োসিসের মহিলা কাউন্সিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানটি স্তব ও আরাধনার মাধ্যমে শুরু হয়, এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।দুর্গাপুরের বিশপ রাইট রেভা. সমীর আইজ্যাক খীমলা স্বাগত বার্তা দেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে পরিষদের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । প্রথম অধিবেশনটি পরিচালনা করেন রেভা. পাপিয়া দুরাইরাজ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনটি পরিচালনা করেন রেভা. স্বাগতা দাস, উভয়ই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন । দুপুরের খাবারের পর, অর্থপূর্ণ আলোচনা, একটি মতবিনিময় সভা এবং পাস্টোরেটগুলির মহিলা সমিতির রিপোর্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে আরও কয়েকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ।দিনটি মনোনয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে শেষ হয় ।

দ্বিতীয় দিনে, সকল সদস্য ক্যাথেড্রালে রবিবারে উপাসনায় যোগদান করেন, যেখানে বিশপ খীমলা একটি অনুপ্রেরণাদায়ক ধর্মোপদেশ দেন ।বিশপ কর্তৃক সাধারণ ডায়োসিসের মহিলা কাউন্সিল ২০২৬ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত ও ঘোষিত হয় ।এরপর রোল কল, কার্যবিবরণী সম্পাদকদের অনুমোদন, ভোট গণনাকারী ও খসড়া কমিটি নিয়োগ, পূর্ববর্তী পরিষদের কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং উদ্ভূত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রশাসনিক অধিবেশনে সভাপতির প্রতিবেদন, সম্পাদকদের প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন এবং মনোনয়ন কমিটির প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত ছিল ।এরপর নির্বাচন হয় এবং নবনির্বাচিত ডি.ডাব্লু.এফ.সি.এস কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে । নিম্নলিখিত সদস্যরা নির্বাচিত হন ঃ- অফিস পরিচালন সমিতিতে - শ্রীমতি রিমা পান্ডে (সভাপতি), শ্রীমতি স্বাগতা মান্ডি (সহ সভাপতি), শ্রীমতি ঝম্পা রে (সম্পাদক), শ্রীমতি শ্রাবন্তী বিশ্বাস (কোষাধ্যক্ষ)।

এবং কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বায়কগণ হলেন- শ্রীমতি সারিকা গ্রেশি খীমলা, শ্রীমতি সুদিপ্তা নাড়ু, শ্রীমতি সোফিয়া দাস, শ্রীমতি অপর্ণা বানশ্রীয়ার, শ্রীমতি আশা রানী টুডু, শ্রীমতি সপ্তদ্বীপা সাহিস, শ্রীমতি সন্ধ্যা সুরিন, শ্রীমতি অশ্রুকণা সোরেন এবং শ্রীমতি অমিতা খালকো ।

অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং আশীর্বাদসহ সমাপনী প্রার্থনার মাধ্যমে পরিষদ শেষ হয়। দুই দিনের এই সমাবেশটি আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং সতর্ক পরিকল্পনার একটি অর্থপূর্ণ সময় ছিল, যা সকলকে বিশ্বাস ও সেবায় প্রস্তুত থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ■

মহিলাদের কণ্ঠস্বর

বিষয় ঃ শিক্ষা, প্রসঙ্গ - আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা

বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষার মূলে রয়েছে ঈশ্বরের আদেশ, প্রতিটি প্রজন্মকে বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য । বাইবেল বলে, "সদা প্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ" (হিতোপদেশ ১ঃ৭), এখানে বলা হয় যে প্রকৃত শিক্ষা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে শুরু হয় । অতএব, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা কেবল বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন বিকাশই নয়, বরং শাস্ত্রের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক গঠনেরও চেষ্টা করে ।

আধুনিক বিশ্বে, যেখানে জ্ঞান দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রায়শই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা সত্য ও প্রজ্ঞার ভিত্তি হিসাবে বাইবেলের কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করে । দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৬-৭ পদ যেমন নির্দেশ করে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি অধ্যবসায়ের সাথে শেখানো উচিত, যা শিক্ষার্থীদের হৃদয় ও মনকে গঠন করে । বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা বিশ্বাসকে শিক্ষার সাথে একীভূত করে, যা শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরের সৃজনশীল এবং মুক্তির কাজের আলোকে বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি র সমস্ত বিষয় বুঝতে সাহায্য করে । যীশু নিজেই সামগ্রিক শিক্ষার মডেল তৈরি করেছিলেন, কেবল কথার মাধ্যমে নয় বরং উদাহরণ, করুণা এবং সেবার মাধ্যমেও শিক্ষা দিয়েছিলেন । আজকের খ্রীষ্টিয় শিক্ষা খ্রীষ্টের মতো চরিত্র পালন করে, প্রেম, নম্রতা, ন্যায়বিচার এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতাকে উৎসাহিত করে এই মডেল অনুসরণ করে (মীখা ৬ঃ৮) । এটি বিশ্বাসীদেরকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে বিশ্বস্তভাবে জীবনযাপন করার জন্য প্রস্তুত করে, একই সাথে বাইবেলের মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে, যেমন রোমীয় ১২ঃ২ পদে বলা হয়েছে, "এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দারা স্বরূপান্তরিত হও..." ।

উপসংহারে, আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা, ধর্মগ্রন্থ দ্বারা পরিচালিত, বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রূপান্তিত এবং ঈশ্বর ও মানবতার সেবায় তাঁর গৌরবের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের সজ্জিত করে। ■ (শ্রীমতি ঝম্পা রে)

দুর্গাপুর ডায়োসিসের অন্তর্গত সিমুলডাঙ্গা গঙ্গারামপুর পাষ্টোরেটে নতুন "যীশু মুন্ডীল" চার্চের দ্বারোদঘাটন

দুর্গাপুর ডায়োসিসের অধীনে গঙ্গারামপুর পাষ্টোরেটের শিমুলডাঙ্গায় ১২ই জানুযারী, ২০২৬, সোমবার নতুন উপসনালয়ের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানটি একটি প্রাণবন্ত উপাসনা সভার মাধ্যমে শুরু হয়, যা সমবেতদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে । এরপর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপাসনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে "যীশু মুন্ডীল" নামক নতুন উপসনালয়টির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করা হয়, যা সম্প্রদায়ের জন্য একটি উৎসর্গীকৃত উপাসনালয় । যীশু মুন্ডীল নতুন উপসনালটি আমাদের বিশপ, শ্রদ্ধেয় রাইট রেভা. সমীর আইজ্যাক খীমলা অভিষিক্ত করেন । এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, ডায়োসিসের সহ-সভাপতি রেভা. শুভেন্দু সরেন, সম্পাদক রেভা. স্যামুয়েল হালদার, কোষাধ্যক্ষ শ্রী হেমন্ত মারান্ডি, রেভা. মুকুট রাজ মন্ডল, দিনাজপুর পাষ্টোরেটের সকল প্রেসবিটার ও মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং এ.এইচ.টি কর্মীবৃন্দ । অনুষ্ঠানটি একটি আনন্দঘন প্রীতিভোজের মাধ্যমে শেষ হয়, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে । যীশু মুন্ডীলের উদ্বোধন গঙ্গারামপুর পাষ্টোরেটের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা সি.এন.আই দুর্গাপুর ডায়োসিসের অধীনে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি, বাইবেল অধ্যয়ন এবং সম্মিলিত উপাসনার জন্য একটি পবিত্র স্থান হিসেবে কাজ করবে । ■ (রেভা. সিবেন টুডু)

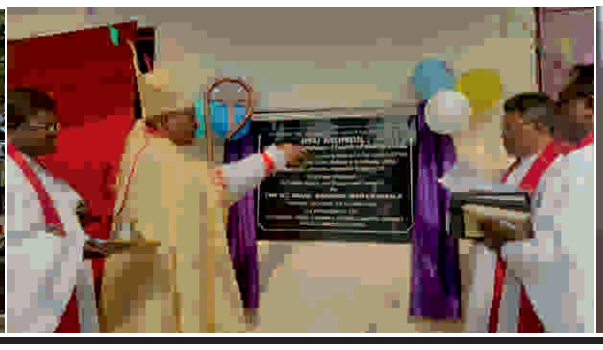

সামাজিক উদ্যোগ

মিলন অনুষ্ঠান

দুর্গাপুর ডায়োসিসের অধীনে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-এর পক্ষ থেকে সারেঙ্গা এবং দুর্গাপুর মীরাবাঈ বসতিতে যথাক্রমে কিশোর-কিশোরী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটি মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । এটি প্রকৃতির মাঝে ভাগ করা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন, স্বাধীনতা, নিজেদের মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ এবং বন্ধন গড়ে তোলার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, যা মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য এবং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের পথচলার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে । ■

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুর্গাপুর ডায়োসিসের অধীনে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প রানিবাঁধ এবং সারেঙ্গা প্রকল্প এলাকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিয়োগিতার আয়োজন করে । ছেলেমেয়েরা তাদের অভিভাবকদের সাথে ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সমবেত হয়েছিল, যা উৎসাহ ও সমর্থনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । এটি একটি সংযোগকারী মাধ্যম হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এবং একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেও প্রমাণিত হয়েছে। ■

সম্পাদকীয় কলম

বিষয় ঃ শিক্ষা, প্রসঙ্গ - আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা

আজকের আধুনিক বিশ্বে মানুষ জ্ঞান অর্জন করছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছে, কিন্তু অনেকেই ধীরে ধীরে ধার্মিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা হারাচ্ছে ।শিক্ষা প্রায়শই কেবল সাফল্য, অর্থ এবং দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেয়, অথচ চরিত্র ও বিশ্বাসকে উপেক্ষা করা হয় । এই শূন্যতাস্থান পূরণের জন্য খ্রীষ্টিয় শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টিয় শিক্ষা মানুষকে ঈশ্বর সম্পর্কে শেখায় এবং বাইবেলের শিক্ষা ও যীশু খ্রীষ্টের জীবন বুঝতে সাহায্য করে ।এটি শিক্ষার্থীদের সঠিক ও ভুলের পার্থক্য জানতে পথ দেখায় এবং ভালোবাসা, সততা, ক্ষমা ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার মতো মূল্যবোধকে উৎসাহিত করে ।

সহিংসতা, দুর্নীতি এবং স্বার্থপরতার মনোভাব দ্বারা জর্জরিত একটি বিশ্বে এই মূল্যবোধগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খ্রীষ্টিয় শিক্ষা একজন ব্যক্তি সার্বিক বিকাশেও সহায়তা করে । এটি ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি এবং কর্মকে গঠন করে। এটি মানুষকে অন্যের সেবা করতে, শান্তিতে জীবন যাপন করতে এবং সমাজের যত্ন নিতে উৎসাহিত করে ।বিভ্রান্তি ও নৈতিক সংকটের এই সময়ে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা একটি অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য উদ্দেশ্য, আশা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ■

রেভা. সাইমন মান্ডি
ডায়োসিস অফ্ দুর্গাপুর সি.এন.আই.

তারুণ্যের আলোক নির্দেশিকা

বিষয় ঃ শিক্ষা, প্রসঙ্গ - আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা

খ্রীষ্টিয় শিক্ষা সর্বদা মণ্ডলীর লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল - শিষ্য তৈরি করা, বিশ্বাসকে লালন করা এবং বিশ্বাসীদের জ্ঞান ও সততার সাথে ঈশ্বর ও সমাজের সেবা করার জন্য প্রস্তুত করা ।দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, তীব্র একাডেমিক প্রতিযোগিতা এবং তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা দ্বারা চিহ্নিত আধুনিক যুগে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন সম্পর্কে নয় ।এটি খ্রীষ্টে প্রোথিত, বিশাস দ্বারা পরিচালিত এবং আশা দ্বারা শক্তিশালী জীবন গঠন করার বিষয়ে । এর মূলে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত বৃদ্ধিতে ধৈর্য, নম্রতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস জড়িত ।এটি তরুণ মনকে শেখায় যে জ্ঞান তখনই তার সর্বোচ্চ অর্থ খুঁজে পায় যখন তা ঈশ্বরের মহিমা করে এবং অন্যদের সেবা করে ।আজকের শিক্ষাগত পরিবেশ সুযোগ এবং চাপ উভয়ই উপস্থাপন করে । উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, ডিজিটাল মাধ্যম এবং বৈশ্বিক পরিচিতি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তবুও তারা শিক্ষার্থীদের উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়, ব্যর্থতার ভয়, তুলনা এবং আত্মনির্ভরশীলতা ।এই প্রেক্ষাপটে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা এমন একটি স্থান হয়ে ওঠে যেখানে বিশ্বাস এবং শিক্ষার মিলন ঘটে, যা এমন শিক্ষার্থী তৈরি করে যারা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল থেকে অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করে ।আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের শিক্ষাজীবনের মাধ্যমে এই শিক্ষাটি শিখেছি ।দ্বাদশ শ্রেণি শেষ করার পর, আমি একটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং পরীক্ষার কেন্দ্রটি ছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ।পরীক্ষা শেষে, আমি সেই ক্যাম্পাসের একটি বেঞ্চে নীরবে একটি সাধারণ বাক্য লিখেছিলাম ঃ "আমি ফিরে আসব" ।এটি কোনো নিশ্চিততার বিবৃতি ছিল না, বরং ঈশ্বরের সামনে রাখা একটি প্রার্থনাময় আশা ছিল । পরবর্তী বছরগুলোতে, আমি আইআইটি-তে ভূ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য তিনবার চেষ্টার করি ।প্রতিবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আমি ভালো র‍্যাঙ্ক অর্জন করেছিলাম । মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি সবকিছু ঠিকঠাকই করেছিলাম । আমি প্রস্তুতি, কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং আমার নিজের বোঝার উপর নির্ভর করেছিলাম ।তবুও ভর্তি হলো না ।বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দরজা বন্ধই রইল । এই সময়টা ছিল বেদনাদায়ক এবং নম্রতা শেখানোর মতো ।ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম যে প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আমি ঈশ্বরের নির্দেশনার চেয়ে নিজের শক্তির উপর বেশি নির্ভর করছিলাম ।সেই সময়ে পবিত্র শাস্ত্র আমার হৃদয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলেছিল ঃ- "তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সর করিবেন" (হিতোপদেশ ৩ঃ৫-৬) ।আমি শিখেছিলাম যে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা কেবল অধ্যবসায়ই নয়, বরং আত্মসমর্পণের শিক্ষাও দেয় । বহু বছর পর, ঈশ্বরের নিখুঁত সময়ে, প্রভু সেই নীরব আশা পূর্ণ করলেন ।আজ, কেবল তাঁর অনুগ্রহেই, আমি সেই একই প্রতিষ্ঠানে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি ।এই যাত্রা কোনো ব্যক্তিগত সাফল্যের সাক্ষ, যা একসময় প্রত্যাখ্যান বলে মনে হয়েছিল, তা আসলে ছিল প্রস্তুতি ।আজকের মণ্ডলীর জন্য, বিশেষ করে এর যুবকদের জন্য, খ্রীষ্টিয় শিক্ষাকে অবশ্যই এই আশা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে ।এটি এমন তরুণদের গড়ে তুলবে, যারা বোঝে যে বিলম্ব ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করে না এবং ঈশ্বরের সময়েই জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় ।ডায়োসিস যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন বিশ্বাস-ভিত্তিক শিক্ষা, পেশাগত বিচক্ষণতা এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শদানকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য হবে । যখন খ্রীষ্ট শিক্ষার কেন্দ্রে থাকেন, তখন প্রতিবন্ধকতা সাক্ষ্যে পরিণত হয়, শিক্ষা উপাসনায় পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্মিত হয় ।তাঁর মধ্যে, প্রতিটি যাত্রাই তার অর্থ খুঁজে পায়। ■

(প্রত্যুষ প্রভা কিস্কু)

মানব পাচার মোকাবেলায় দুর্গাপুর ডায়োসিস বালাসপুরে একটি শূকর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো

২০২৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর দুর্গাপুর ডায়োসিস (সি.এন.আই.) দক্ষিণ দিনাজপুরের বালাসপুরে একটি নতুন জীবিকা নির্বাহের জন্য শূকর পালন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে এলাকাবাসীদের রোজগার করার মিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে ।এই উদ্যোগটি ডায়োসিসের মানব পাচার বিরোধী প্রকল্পের একটি কৌশলগত অংশ, যা মানব পাচারের মতো শোষণের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোকে স্থায়ী অর্থনৈতিক বিকল্প প্রদানের জন্য করা হয়েছে ।অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব দেন রেভা. সন্তোষ সোরেন, রেভা. কালেব টুডু এবং রেভা. সিবেন টুডু, যারা প্রার্থনা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এবং বিশপ মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি নিবেদিত হয়, যার লক্ষ্য স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে রূপান্তরিত করা ।

অনুষ্ঠানের প্রকল্প সমন্বয়কারী শ্রীযুক্ত রাজা মোজেস এবং প্রকল্পের নিবেদিত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, যারা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ পর্বের তত্ত্বাবধান করবেন ।এই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ অতি দ্রুততার সাথে চলছে ।পশুপালনের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, মানব পাচারের মূল কারণ, অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করতে চায়, যাতে সমাজের সকলে তাদের নিজেদের গ্রামেই আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস পায় । এই প্রান্তিক পর্যায়ের স্থানীয় পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করে, বাইরের রাজ্যে গিয়ে অনিরাপদ কাজ করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও আরও স্থিতিশীল সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করে । ■

বাইবেল ক্যুইজ ১৫৮

১) মোশির হাতে কী দেওয়া হয়েছিল, যা ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা ছিল ?
২) খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ কী ?
৩) খ্রীষ্টকে পরিধান করার জন্য আমাদের কী করতে হবে ?

বাইবেল ক্যুইজ ১৫৭ এর উত্তর

১) গীতসংহিতা ১১৯
২) গাব্রিয়েল (লূক ১ঃ১৯)
৩) বাপ্তিস্ম (গালাতীয় ৩ঃ২৭)

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

ব্রজেন্দ্র সানিয়েল

বাইবেল ক্যুইজ এর উত্তর এই হোয়াটস্যাপ নং এ দিন -9064863735

GOOD SHEPHERD EYE CLINIC & HOSPITAL
গুড শেফার্ড আই ক্লিনিক এন্ড হসপিটাল

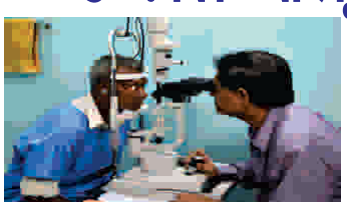
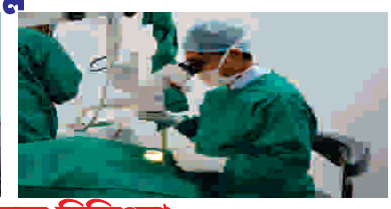

স্বল্প মূল্যে চক্ষু চিকিৎসা
কমপিউটারে চক্ষু পরীক্ষা । ক্যাটারাক্ট সার্জারি (ফেকো)
রেটিনা কনসালটেন্ট । চক্ষু ছানি পরীক্ষা । অটো পেরিমেট্রি । চশমা
সময় ঃ- সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ৫.০০

ডা. ফাল্গুনি মিত্র
ডা. অরিত্র নন্দী
ডা. দেবনাথ দাস
ডা. নয়ন ঘোষ

Monday to Saturday : Call : 9046848060, 9851678080, 0343-2531263
সেন্ট মাইকেল চার্চ কম্পাউন্ড, বিধাননগর (সেন্ট মাইকেলস স্কুলের পাশে)
Diocese of Durgapur, CNI

Bankura Christian College
Under the Management of Diocese of Durgapur, Church of North India
Accredited "A" By NAAC in 2019

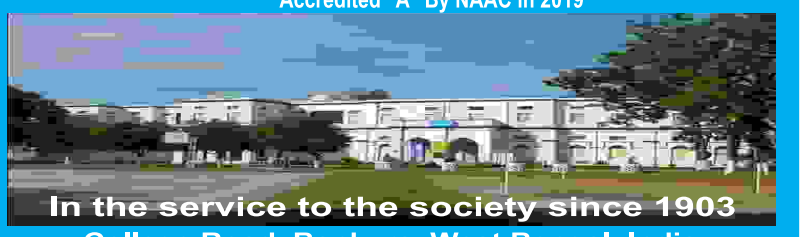

College Road, Bankura, West Bengal, India
Pin: 722 101
Ph. +91(3242) 250924, bccollege@rediffmail.com

St. Peter's School
A Christian Minority Institution Under the Diocese of Durgapur (CNI)
Affiliated to CISCE, New Delhi
Mirabai Road, Durgapur-713204
"We care, we share, for the future we prepare"
Admissions Open
PLAY SCHOOL TO CLASS-IX & XI
St. Peter's School (Pre-Primary Section)
Benachity
Admission Going On for PLAY SCHOOL TO NURSERY

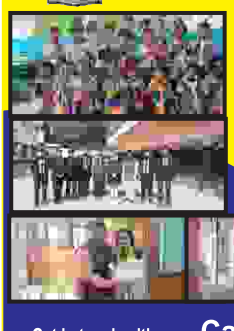

Get in touch with us : Call : 9002741201, Whatsapp : 8420910259

St. Michael's School
Durgapur
Diocese of Durgapur (Church of North India)
Affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examination (WB866)
ADMISSION OPEN for 2026 - 2027
from Pre-Nursery to Class 9 & 11

LEARNING BENEFITS
- Activity Based Learning
- Vast Library with Reading Facility
- Well-equipped Science and Computer Laboratories
- Play Ground, Basketball Court & Children's Park
- Auditorium & Multi-Purpose Hall

CONTACT US: Aldrin Path, Ballavnagar, Durgapur, West Bengal, 713212 | saintmi09@gmail.com | stmichaelsschooldgp.in | +91 83484 45674

Mission Primary School
Co-ed (Play School to Class IV)

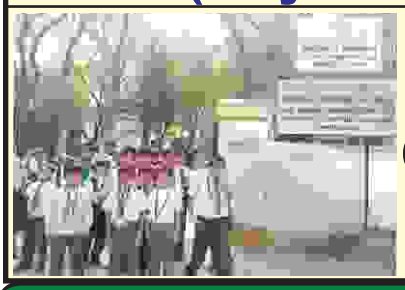

Admissions Open
Bishop's House Compound,
College Road, Bankura 722101,
West Bengal, India
Contact : 03242355227

Bishop's Primary Girls' School

Admissions Open
Add: Bankura Mission Girls' High School Compound
Bankura, Pin-722101
BANKURA
M. : 03242258404

St. Michael's School
ADMISSIONS OPEN
Sahebganj, Post-Ballabpur
Raniganj
Ph. 8250502139
E-mail : stmichaelsschoolraniganj@gmail.com

St. Michael's School
Near DFO Bungalow, Bankura
Tamliband, Bankura-722101
Ph. 6296032524
E-mail : stmichaelsschoolbankura@gmail.com

শান্তিগৃহ Shanti Griha

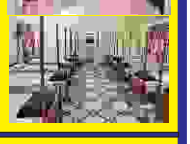

রিট্রিট, কনফারেন্স, সেমিনার সহ থাকার ব্যবস্থা তাছাড়াও ক্যাটারিং এর সুবিধা আছে

A Centre for Retreats, Conferences, Seminars with Accommodation. Catering Facilities Available

Diocese of Durgapur, Church of North India

☎ 0343-2536220 9732030813, 7805022122 ✉ shantigriha05@gmail.com

Editorial Board

Chief Editor : Rev. Dn. Babul Sardar
Editorial Board: Atin Chakraborty,
Julan Bapari, Rev. Krishnapada Das
Published by The Diocese of Durgapur, CNI, Diocesan Bhavan, Dr. Martin Luther King Road, Bidhan Nagar, Durgapur - 713212,
District Burdwan, West Bengal, India.,
Ph. & Fax: +91-343-2536220
E-mail the Editor at -comm.dgpdio@gmail.com
& newsletterdeep@gmail.com

Catch up with the Diocese :
Visit our website : cnidod.org

If anyone is not receiving their copy of Deep Please contact your Priest-In-Charge
(For Private Circulation only)